দৈনিক ইত্তেফাক

৮/৯/2000

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬......

রায়গঞ্জে মাদ্রাসা সুপারের জালিয়াতি

চলনবিল সংবাদদাতা ॥ রায়গঞ্জ উপজেলার ফরিদপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রামার তত্ত্বাবধায়ক আব্দুল হকের বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও সরকারী অর্থ আত্মসাতের ঘটনা প্রমাণিত হইবার পর লঘু দণ্ড দিয়া নিষ্পত্তি কিরিবার খবর পাওয়া গিয়াছে। জানা যায়, উক্ত মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়ক আব্দুল হক ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে ফরিদপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসায় যোগদান করেন। তত্ত্বাবধায়ক থাকা অবস্থায় উক্ত বৎসরের ১লা নভেম্বর হইতে ১১৮৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত রায়গঞ্জ উপজেলার রায়হাটি স্নাতিয়া দাখিল মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী শিক্ষক হিসাবে সরকার প্রদত্ত বেতন-ভাতার অর্থ গ্রহণ করেন। ইহার পর উল্লাপাড়া উপজেলার বামনগ্রাম দাখিল মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী শিক্ষক হিসাবে ১৯৮৯ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯৯৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বেতন-ভাতার টাকা গ্রহণ করেন। অথচ এই শিক্ষকই ফরিদপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে ১৯৯৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন এবং বেতন-ভাতা উঠাইয়াছেন। নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর জাল করিয়া ভুয়া রেজুলেশনের মাধ্যমে উক্ত মাদ্রাসার শিক্ষক সিরাজুল ইসলামকে পদোন্নতি দেখাইয়া সহকারী তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ দেখান ১৯৯৭ সালের ২২শে নভেম্বর। ঘটনা ফাঁস হইলে রায়গঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রাথমিক তদন্তে সকল ঘটনা প্রমাণিত হওয়ায় তাহাকে সাময়িকভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। দীর্ঘদিন পর গত জুন মাসে তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হইয়াছে। ২টি মাদ্রাসায় চাকুরী দেখাইয়া বেতন ভাতা গ্রহণের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয় নাই। এব্যাপারে রায়গঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা জানান, মানবিক কারণে তাহাকে লঘু দণ্ড দিয়া পুনর্বহাল করা হইয়াছে। এধরনের জালিয়াতি আর করিবে না বলিয়া অঙ্গীকারপত্র প্রদান করিয়াছেন তিনি।